বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭

এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম
পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি প্রদানের

নীতিমালা

(সংশোধিত ও পরিমার্জিত)

বাকাশিবো/একাডে/১০৯৭/পুনঃ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯
বোর্ডের ১২৭তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত

প্রকাশক: বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০০৯

পরিমার্জন ও মুদ্রণ কমিটি :

১. প্রফেসর ডঃ নিতাই চন্দ্র সূত্রধর
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২. জনাব মোহাম্মদ আলী
পরিচালক (কারিকুলাম), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

৩. জনাব মোঃ শাহজাহান মিঞা
সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

৪. জনাব মীর মোঃ মোশাররফ হোসেন
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

৫. জনাব নুরুন নাহার বেগম
উপ-পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

৬. জনাব আলাউদ্দিন খলিফা
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (বিএম), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

৭. জনাব আব্দুল হামিদ
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (কৃষি), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

৮. জনাব এম. এ. বি ছিদ্দিক
কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ (কৃষি), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

৯. জনাব নূর-এ-ইলাহী
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ভোক), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

১০. জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন
উপ-সচিব (রেজিষ্ট্রেশন), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

১১. জনাব কাবেরী মজুমদার
বিশেষজ্ঞ (গবেষণা), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

১২. জনাব এস এম শাহজাহান
ডকুমেনটেশন অফিসার, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

১৩. জনাব মোঃ শাহাদৎ হোসেন
কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ (ভোকঃ), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ভূমিকা

দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের সার্বিক দায়িত্ব বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অভ্যন্তরীন ও বিদেশের চাকরি বাজারের জন্য দক্ষ জনশক্তি এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারাবাহিক কয়েকটি জরিপ ও অনুরূপ অন্যান্য প্রতিবেদনের তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে মাধ্যমিক পর্যায়ে এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি ধারা হিসেবে প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সাধারণ শিক্ষা ও ভোকেশনাল শিক্ষার সমন্বয়ে এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম প্রণয়ন একটি বাস্তবমুখী উদ্যোগ।

কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রবর্তন একটি ব্যয়বহুল শিক্ষা ব্যবস্থা। বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় দেশের সাধারণ শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত নির্বাচিত ৫০০ প্রতিষ্ঠানে এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বেসরকারি পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত স্কুলের সাথে (যেখানে বিজ্ঞান গ্রুপসহ নবম ও দশম শ্রেণির কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি আছে) এ কোর্স অনুমোদনের উদোগ গ্রহণ করা হয়। এ শিক্ষাক্রমের সাথে জাতীয় দক্ষতার ৩য় ও ২য় মান সম্পৃক্ত রয়েছে। ইতিপূর্বে ১৯৯৫-১৯৯৬ সাল থেকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে সাধারণ শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত স্কুলের সাথে এসএনসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য অ্যাফিলিয়েশন/স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এ শিক্ষাক্রম থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা সরাসরি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ পাচেছ। তাছাড়া উচচ শিক্ষা এবং স্ব-কর্ম সংস্থানেরও ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। সরকারের নির্দেশ এবং প্রয়োজনের নিরিখে বোর্ডের বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধন ও পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সেলক্ষ্যে নীতিমালা সংশোধন ও পরিমার্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ নতুন নীতিমালা এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষার প্রসার ও মান নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

কোর্স পরিচিতি

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আভ্যন্তরীণ ও বিদেশের চাকরি বাজারের জন্য দক্ষ জনশক্তি এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কয়েকটি জরিপ ও অনুরূপ অন্যান্য প্রতিবেদনের তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শিম/শাঃ ৫/অনুমতি-২৯/৯৪/৫৫৩-শিক্ষা, তারিখঃ ০১/০১/১৯৯৫ এর আলোকে মাধ্যমিক পর্যায়ে এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি ধারা হিসেবে প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সাধারণ শিক্ষা ও ভোকেশনাল শিক্ষার সমন্বয়ে এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে।

এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের সাথে জাতীয় দক্ষতার ৩য় ও ২য় মান সম্পৃক্ত রয়েছে। নবম ও দশম শ্রেণীতে শুধুমাত্র ট্রেড অংশ এবং বোর্ড নির্ধারিত দক্ষতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে যথাক্রমে জাতীয় দক্ষতার ৩য় ও ২য় মানের সনদপত্র প্রদান করা হয়।

এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য

- চাকরি বাজারের চাহিদার বিকাশমান গতিধারা (ইমার্জিং ট্রেন্ড) অনুযায়ী শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।
- ভোকেশনাল গ্রাজুয়েটদের সামাজিক মর্যাদা অর্জনের পথ সুগম করা।
- আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ।
- ভোকেশনাল গ্রাজুয়েটদের উচ্চতর শিক্ষা ও চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করা।

এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বানুমতি/প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি, চূড়ান্ত স্বীকৃতি প্রদান, নবায়ন ও বাতিল/প্রত্যাহার সংক্রান্ত নীতিমালা

১.০ প্রস্তাবনা :

বেসরাকরি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এস, আর, ও নং ৫২-আইন/৯৬) অনুসারে এবং Technical Education Act, 1967 (E. P. Act No. 1 of 1967) এর Section 40(2) এর Clause (e) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বেসরকারি উদ্যোগে এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের অ্যাফিলিয়েশন (স্বীকৃতি) প্রদান, নবায়ন ও বাতিল/প্রত্যাহার সংক্রান্ত এ নীতিমালা প্রণয়ন করল।

২.০ শিরোনামাঃ

এ নীতিমালা এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি প্রদানের নীতিমালা, ২০০৯ নামে অভিহিত হবে।

৩.০ সংজ্ঞা :

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়-

৩.১ ''কারিগরি শিক্ষা'' অর্থ Technical Education Act. (E P.Act. No.1 of 1967) এর Section 2 Gi Clause (d) তে উল্লিখিত Technical Education;

৩.২ "বোর্ড" অর্থ Technical Education Act. (E P.Act. No.1 of 1967)- Section 3 এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Technical Education Board.

৩.৩ "প্রতিষ্ঠান" অর্থ বোর্ড কর্তৃক প্রাথমিক পাঠাদনের অনুমতি/স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

৩.৪ ''বাছাই কমিটি'' অর্থ বোর্ড কর্তৃক গঠিত কমিটি, যে কমিটি প্রকল্পছকসহ আবেদনপত্র প্রাথমিকভাবে বাছাই করবেন;

৩.৫ "ফি" অর্থ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ও আদায়যোগ্য অর্থ।

৩.৬ ''পরিদর্শন টীম'' অর্থ প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা সরেজমিনে পরিদর্শন করার জন্য বোর্ড কর্তৃক গঠিত টীম;

৩.৭ ''অ্যাফিলিয়েশন কমিটি'' অর্থ বোর্ড কর্তৃক গঠিত কমিটি, যে কমিটি বাছাইকৃত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য সাময়িকভাবে প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি এবং চূড়ান্ত অনুমতি প্রদান করবেন।

৩.৮ ''প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বানুমতি'' অর্থ বোর্ড কর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বানুমতি প্রদান।

৩.৯ "প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি" অর্থ বোর্ড কর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বানুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি প্রদান।

৩.১০ "স্বীকৃতি/অ্যাফিলিয়েশন" অর্থ বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রাথমিকভাবে পাঠদানের অনুমতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্ত স্বীকৃতি প্রদান।

৩.১১ ''প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বানুমতি বাতিল/প্রত্যাহার'' অর্থ বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার নিমিত্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বানুমতি বাতিল/প্রত্যাহার।

৩.১২ ''প্রাথমকি পাঠদানের অনুমতি বাতিল/প্রত্যাহার'' অর্থ বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিকভাবে পাঠদানের অনুমতি বাতিল/প্রত্যাহার।

৩.১৩ ''স্বীকৃতি বাতিল/প্রত্যাহার'' অর্থ বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিল/প্রত্যাহার।

৪.০ এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের নীতিমালাঃ

এ নীতিমালার আওতায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন কিংবা চালু করা যাবে না। প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন কিংবা চালু করা হলে স্থানীয় এলাকার প্রাপ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটি চালু করা কিংবা পাঠদানের অনুমতি প্রদানের বিষয়টি কোন অবস্থাতেই বিবেচনা করা যাবে না।

৪.১ প্রতিষ্ঠানের ধরণঃ

দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক ও উচচ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (যেখানে বিজ্ঞান গ্রুপসহ নবম ও দশম শ্রেণির কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি আছে)-এর সাথে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোটা ও অন্যান্য শর্তপূরণ সাপেক্ষে এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম খোলা যাবে।

এছাড়া বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত স্কুল অথবা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসএসসি (ভোক) শিক্ষাক্রম অনুমোদন করা যাবে। যে ধরণের (Category) প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা চালু করার জন্য অনুমতি প্রদান করা হবে সে প্রতিষ্ঠানের ধরণ কোন অবস্থাতেই পরিবর্তন করা যাবে না।

৪.২ নামকরণঃ

দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক ও উচচ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম সংযোজন করা হলে প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত নাম বহাল থাকবে। তবে, সাধারণ শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করলে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে।

৪.৩ ব্যক্তির নামে নামকরণ :

ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হলে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের তহবিলে ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা জমা দিতে হবে। উক্ত টাকা নগদে প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং পরে তা সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করতে হবে। দানকৃত জমির মূল্য বা উন্নয়ন কাজে ভাউচারের মাধ্যমে খরচ দেখিয়ে ব্যক্তির নামে নামকরণ করা যাবে না। আবেদনের সময় উক্ত টাকা নগদে প্রদানের এবং পরে তা সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের উপযুক্ত প্রামাণপত্র দাখিল করতে হবে।

৪.৪ জেলা সদর, উপজেলা এবং সিটি কর্পোরেশনে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা :

৪.৪.১ জেলা সদর, উপজেলা এবং সিটি কর্পোরেশনের প্রতি থানায় এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম অনুমোদনের নিমিত্ত নির্ধারিত কোটা ৬টি, প্রতি ইউনিয়নে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে।যদি কোন বালিকা প্রতিষ্ঠান না থাকে তবে বিশেষ বিবেচনায় কোটার অতিরিক্ত শুধুমাত্র একটি বালিকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন করা যাবে।

৪.৪.২ উপজেলা, জেলা সদর ও মেট্রোপলিটন এলাকার কোথাও ভাড়া বাড়িতে বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন দেয়া যাবে না।

৪.৫ প্রতিষ্ঠান হতে প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম দুরত্ব :

প্রতিষ্ঠান হতে প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম দূরত্ব মেট্রোপলিটন, পৌর ও শিল্প এলাকার জন্য ১ কিঃ মিঃ এবং মফশ্বল এলাকার জন্য ৪ কিঃমিঃ নির্ধারিত থাকবে। এ ব্যাপারে পরবর্তিতে সরকারি কোন আদেশ জারি হলে তা প্রজোয্য হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক প্রদেয় / ইস্যুকৃত দূরত্বের সনদপত্রে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম ইউনিয়ন ভিত্তিক উল্লেখ করতে হবে। উপজেলায় ইউনিয়নের সংখ্যা ও নাম উল্লেখ করতে হবে।

৪.৬ প্রতিষ্ঠান এলাকায় ন্যূনতম জনসংখ্যা :

প্রতিষ্ঠান এলাকার ন্যূনতম জনসংখ্যা হবে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার)। এ ব্যাপারে পরবর্তিতে সরকারি কোন আদেশ জারি হলে তা প্রজোয্য হবে। উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদেয়/ইস্যুকৃত জনসংখ্যা সনদপত্র দাখিল করতে হবে।

৪.৭ জমির পরিমান :

মেট্রোপলিটন/পৌর এলাকা ০.২৫ একর/প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নামে ৮০০০ বঃফুঃ বিশিষ্ট ভবন মফস্বল এলাকা ০.৫ একর। জমি/ভবন রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলের মাধ্যমে হস্তান্তর এবং নাম জারি থাকতে হবে।

৪.৮ ভৌত অবকাঠামো :

৪.৮.১ প্রতি ট্রেডের জন্য (স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)

শ্রেণিকক্ষ (সাধারণ বিষয়)	ন্যূনতম পক্ষে ২৫ বর্গমিটারের	২ টি
ওয়ার্কশপ/ল্যাব	ন্যূনতম পক্ষে ৩০ বর্গমিটারের	১ টি
কম্পিউটার ল্যাব (কম্পিউটার ট্রেড না থাকলেও)	ন্যূনতম পক্ষে ৩০ বর্গমিটারের	১ টি
বিজ্ঞান ল্যাব	ন্যূনতম পক্ষে ৩০ বর্গমিটারের	১ টি
অধ্যক্ষ/সুপারিনটেডেন্ট এর কক্ষ	প্রয়োজন অনুযায়ী	১ টি
ট্রেড ইন্সট্রাকটর/শিক্ষকদের কক্ষ	প্রয়োজন অনুযায়ী	১ টি
লাইব্রেরী		১ টি
অফিস কক্ষ		১ টি
ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট থাকতে হবে।		

(সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)

শ্রেণিকক্ষ (সাধারণ বিষয়)	ন্যূনতম পক্ষে ২৫ বর্গমিটারের	২ টি
ওয়ার্কশপ/ল্যাব	ন্যূনতম পক্ষে ৩০ বর্গমিটারের	১ টি
কম্পিউটার ল্যাব (কম্পিউটার ট্রেড না থাকলেও)	ন্যূনতম পক্ষে ৩০ বর্গমিটারের	১ টি
ট্রেড ইন্সট্রাকটরদের কক্ষ	প্রয়োজন অনুযায়ী	১ টি

৪.৮.২ অতিরিক্ত ট্রেডের জন্য আনুপাতিকহারে শ্রেণিকক্ষ ও ওয়ার্কশপ/ল্যাব এর সংখ্যা বাড়াতে হবে। ওয়ার্কশপ/ল্যাবরেটরির দেয়াল ও মেঝে অবশ্যই পাকা হতে হবে।

৪.৮.৩ এসএসসি (ভোকেশনাল) কোর্স পরিচালনার জন্য কম্পিউটার ট্রেড অনুমোদন না থাকলেও প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই একটি স্বতন্ত্র কম্পিউটার ল্যাব থাকতে হবে। কম্পিউটার ট্রেডসহ পাঁচ বা ততোধিক ট্রেড অনুমোদন থাকলে দুইটি স্বতন্ত্র কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করতে হবে।

৪.৯ যন্ত্রপাতি :

- বোর্ডের যন্ত্রপাতির তালিকা অনুসারে প্রতিটি ট্রেডের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক যন্ত্রপাতি ক্রয়পূর্বক ওয়ার্কশপ/ল্যাবে সুসজ্জিত থাকতে হবে। সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুকুলে ৫০.০০(পঞ্চাশ) টাকার ব্যাংক ড্রাফটের বিনিময়ে বোর্ডের কারিকুলাম শাখা থেকে যন্ত্রপাতির তালিকা সংগ্রহ করতে হবে।
- প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বিজ্ঞান ল্যাবে প্রয়োজণীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামদি থাকতে হবে।
- ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য কম্পিউটার ল্যাবে কমপক্ষে ১০টি কম্পিউটার, ইউপিএস ও প্রিন্টার থাকতে হবে।

৪.১০ বিদ্যুৎ সুবিধা :

বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ অবশ্যই থাকতে হবে। আবেদনের সাথে বিদ্যুৎ সংযোগের প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে।

৪.১১ আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণঃ

শ্রেণি কক্ষে ছাত্রছাত্রীদের বসার জন্য প্রয়োজনীয় বেঞ্চ, ল্যাবে কম্পিউটার ও যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য যথোপযুক্ত টেবিল ও বসার চেয়ার এবং শিক্ষক কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক চেয়ার টেবিল এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ থাকতে হবে। প্রয়োজনানুযায়ী আলমারি ও ফাইল কেবিনেট থাকতে হবে।

৪.১২ ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এস, আর, ও নং ৫৩-আইন/৯৬) অনুযায়ী পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রযোজ্য হবে না।

৪.১৩.১ শিক্ষক কর্মচারী :

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (শিক্ষক-কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এসআরও নং-৫৪-আইন/৯৬) মোতাবেক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষক/কর্মচারী বাছাই কমিটি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড গঠন করবে (এসআরও নং-৫৪-ধারা-৪, আইন-৯৬)। এ ব্যাপারে পরবর্তিতে সরকারি কোন আদেশ জারি হলে তা প্রযোজ্য হবে। প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভূক্ত না হলেও একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে জনবল কাঠামো অনুসারে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে এবং **প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল হতে বেতন-ভাতাদি প্রদান করতে হবে।**

৪.১৩.২ জনবল কাঠামো :

সাধারণ শিক্ষা বোর্ডসমূহের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি এসএসসি পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম সংযোজনের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত জনবল কাঠামো প্রযোজ্য হবে :

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতন স্কেল
১.	ট্রেড ইন্সট্রাকটর	২ (প্রতি ট্রেড)	৫১০০-১০৩৯০/-
২.	শপ/ল্যাব আসিস্ট্যান্ট	১ (প্রতি ট্রেড) সর্বসাকুল্যে ২ জন	২৬০০-৪৮৭০/-

স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত জনবল কাঠামো প্রযোজ্য হবে :

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতন স্কেল
	সুপারিনটেনডেন্ট	১ জন	৯০০০-১৫৪৮০/-
	ট্রেড ইন্সট্রাকটর	২ (প্রতি ট্রেড) জন	৫১০০-১০৩৯০/-
	সহকারী শিক্ষক (সাধারণ বিষয়) বিজ্ঞান ও গণিত- ১ ভাষা- ১	২ জন	৪১০০-৮৮২০/- ৫১০০-১০৩৯০/- (বিএড ডিগ্রী থাকলে)
	টেকনিক্যাল শপ/ল্যাব এ্যাসিস্ট্যান্ট	১ (প্রতি ট্রেড) সর্বসাকুল্যে ২ জন	২৬০০-৪৮৭০/-
	বিজ্ঞান ল্যাব এ্যাসিস্ট্যান্ট	১ জন	২৬০০-৪৮৭০/-
	অফিস সহকারী কাম হিসাব সহকারী	১ জন	৩০০০-৫৯২০/-
	গার্ড-কাম এম, এল, এস, এস	১ জন	২৪০০-৪৩১০/-
	আয়া (কেবলমাত্র বালিকা প্রতিষ্ঠানের জন্য)	১ জন	২৪০০-৪৩১০/-

৪.১৪ লাইব্রেরি :

প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিতে কোর্স সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক বিদ্যমান আসনের ন্যূনতম ২০% ছাত্রছাত্রীর জন্য পাঠ্য পুস্তক থাকতে হবে। এছাড়াও পাঠসহায়ক অন্যান্য বাই ও সুবিধাদি থাকতে হবে।

৪.১৫ তহবিল :

৪.১৫.১ সাধারণ তহবিল:

প্রতিষ্ঠানের নামে সঞ্চয়ী হিসাব বা চলতি হিসাবে ন্যূনতম ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা জমা থাকতে হবে। আবেদনের সময় টাকা জমা থাকার ডকুমেন্ট হিসেবে হাল নাগাদ ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

৪.১৫.২ সংরক্ষিত তহবিল:

প্রতিষ্ঠানের নামে কারিগরি শাখা পরিচালনার জন্য পৃথকভাবে সংরক্ষিত তহবিলে ন্যূনতম ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা জমা থাকতে হবে। আবেদনের সময় টাকা জমা থাকার ডকুমেন্ট হিসেবে হাল নাগাদ ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

৫.০ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বানুমোদনের জন্য আবেদন করার পদ্ধতি:

৫.১ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বানুমতির জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ:

জেলা/উপজেলায় নির্ধারিত কোটার প্রাপ্যতা থাকলে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শাখা হতে নমূনা আবেদনপত্র সংগ্রহ করে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে পূরণপূর্বক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বরাবরে জমা দিতে হবে। প্রাথমিক আবেদন বাছাইপূর্বক উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত ফি সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুকূলে পে-অর্ডারের মাধ্যমে প্রদান সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ডেস্ক অফিসার মূল আবেদনপত্র, প্রকল্পছক ও নীতিমালা সরবরাহ করবেন। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এবং ডকুমেন্টসহ যথাযথভাবে পূরণকৃত প্রকল্পছক ও আবেদনপত্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বোর্ডে জমা দিতে হবে।

৫.১.১ পূর্বানুমতির জন্য শর্তসমূহ:

- প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের জন্য উদ্যোগী সংস্থা/উদ্যোক্তাদের একটি নির্বাহী কমিটি থাকতে হবে।
- প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠানের নাম/নির্বাহী কমিটির সদস্যের নামে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি/অবকাঠামো থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বানুমতি প্রাপ্তির পর অবশ্যই জমি/অবকাঠামো প্রতিষ্ঠানের নামে রেজিষ্টেশনসহ নামজারী করতে হবে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রকল্পছকে প্রদর্শিত পরিমাণ অর্থ প্রতিষ্ঠানের নামে/নির্বাহী কমিটির সদস্যের নামে থাকতে হবে। অর্থ সংস্থানের স্বপক্ষে হালনাগাদ প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন উপযোগী লে-আউট প্ল্যান থাকতে হবে।
- উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ সুবিধা থাকতে হবে।

৫.২ পূর্বানুমতি প্রাপ্তির জন্য প্রাথমিকভাবে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বাছাই:

বোর্ড নির্ধারিত বাছাই কমিটি কর্তৃক জমাকৃত প্রকল্পছকসহ আবেদনপত্র শিক্ষাক্রম অনুমোদন নীতিমালা অনুসারে যাচাই-বাছাইপূর্বক ৫.১.১ এর শর্তসমূহ বিবেচনায় প্রাথমিকভাবে যোগ্য প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হবে। প্রতিষ্ঠানের প্রাক-যোগ্যতা যাচাইকালে নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনতে হবে:

- প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান যাতে জেলা/উপজেলা/ইউনিয়নে সুষম বণ্টন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের জমি/অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিদ্যমান থাকলে অগ্রাধিকার পাবে।

- আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা অনুসারে মূল্যায়ন করতে হবে। স্থানীয় এলাকার প্রাপ্যতার অধিক আবেদন থাকলে প্রাপ্যতার সমসংখ্যক উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করতে হবে।

৫.৩ অ্যাফিলিয়েশন কমিটির মাধ্যমে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন:

প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বোর্ডের অ্যাফিলিয়েশন কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হবে। অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশ অনুসারে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করতে হবে।

৫.৪ পরিদর্শন ফি প্রদান :

বাছাই কমিটি এবং অ্যাফিলিয়েশন কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইকৃত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বোর্ড নির্ধারিত হারে পরির্দশন ফি প্রদানের জন্য বোর্ড থেকে অবহিত করা হবে। নির্ধারিত ফি পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর অনুকূলে জমা দিতে হবে।

৫.৫ পরিদর্শন টীম নির্বাচন এবং পরির্দশনে প্রেরণ:

চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে বাছাইকৃত ও পরির্দশন ফি প্রদানকারী উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের নিমিত্ত পরিদর্শন টীম গঠনপূর্বক পরিদর্শনে প্রেরণ করা হবে। পরিদর্শনকারী টীম সরেজমিনে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে বোর্ডের নীতিমালা অনুসারে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মতামত, প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহকৃত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহের সঠিকতা নিরূপন করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবেন।

৬.০ এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান অনুমোদন:

৬.১ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বানুমতি প্রদান:

বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন প্রবিধানমালা, ১৯৯৬(এস,আর,ও নং-৫২-আইন/৯৬) অনুসারে এবং বোর্ড প্রণীত নীতিমালার শর্তাবলী পূরণপূর্বক পরিদর্শন প্রতিবেদন মূল্যায়নপূর্বক উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য শর্তারোপপূর্বক অনুর্ধ্ব ৪ (চার) মাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য পূর্বানুমতি প্রদান করা হবে।

প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বানুমতি প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষাক্রম পরিচালনা উপযোগী করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের নামে জমি/অবকাঠামো রেজিষ্ট্রেশনসহ নামজারী, অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি এবং নীতিমালা অনুসারে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতপূর্বক বোর্ডকে অবহিত করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষাক্রম পরিচালনা উপযোগী স্থাপনে বা পূর্বানুমতিতে আরোকিত শর্তপূরণে ব্যর্থ হলে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বানুমতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে।

৬.২ প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি প্রদান:

পূর্বানুমতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হতে অগ্রগতি অবহিত হওয়ার পর বোর্ড বাস্তব অবস্থা সরজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবে। পরিদর্শনকারী টীম সরেজমিনে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে বোর্ডের নীতিমালা অনুসারে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মতামত, প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহকৃত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহের সঠিকতা নিরূপণ করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবেন। বেসরকারী কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এস, আর, ও নং - ৫২-আইন/৯৬) অনুসারে এবং বোর্ড প্রণীত নীতিমালার শর্তাবলী পূরণপূর্বক পরিদর্শন প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে অ্যাফিলিয়েশন কমিটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন এবং সাময়িকভাবে প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি প্রদানের সুপারিশ করবেন। অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য শর্তারোপপূর্বক সাময়িকভাবে ১ (এক) বছরের জন্য এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি প্রদান করা হবে।

৬.৩ প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধি :

বোর্ড নির্ধারিত মেয়াদ সমাপ্ত হলে প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য বোর্ড নির্ধারিত হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে র্নিধারিত আবেদনপত্র মোতাবেক আবেদন করতে হবে। আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান ছাত্রছাত্রী, ফলাফল, অবকাঠামো, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ব্যবস্থাপনা কমিটি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পাঠদানের অনুমতি প্রদানকালে আরোপিত এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতির মেয়াদ পরবর্তি ১ (এক) বছরের জন্য বৃদ্ধি করা যাবে। প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতির মেয়াদ ধারাবাহিকভাবে ৪ (চার) বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে প্রযোজ্য কোন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে না। এক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৬.৪ প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি বাতিল/প্রত্যাহার:

বোর্ড নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের ফলাফল, অবকাঠামো, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ব্যবস্থাপনা কমিটি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পাঠদানের অনুমতি প্রদানকালে আরোপিত এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণে ব্যর্থ হলে প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি বাতিল করা হবে।

৬.৫ চূড়ান্ত স্বীকৃতি :

চূড়ান্ত স্বীকৃতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে ন্যূনতম একটি চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। চূড়ান্ত পরীক্ষায় বিদ্যমান আসনের ৭৫% পরীক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে ৫০% উত্তীর্ণ হলে চূড়ান্ত স্বীকৃতির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পছকসহ আবেদনপত্রে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ আবেদন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান ছাত্রছাত্রী, ফলাফল, অবকাঠামো, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ব্যবস্থাপনা কমিটি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পাঠদানের অনুমতি প্রদানকালে আরোপিত এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী যাচাই পূর্বক চূড়ান্ত স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। প্রযোজ্য কোন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্ত স্বীকৃতি প্রদান করা হবে না। এক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৬.৬ ট্রেড সংযোজনের জন্য আবেদনঃ

ট্রেড সংযোজনের জন্য প্রতিষ্ঠানটি চূড়ান্ত স্বীকৃতি প্রাপ্ত হতে হবে। এছাড়া সর্বশেষ অনুমোদিত ট্রেডের শিক্ষার্থীকেও চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান আসনের ৭৫% পরীক্ষার্থী চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে ৫০% উত্তীর্ণ হলে ট্রেড সংযোজনের নিমিত্ত আবেদনের জন্য প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত হবে। এরূপ যোগ্য প্রতিষ্ঠান আবেদন করলে প্রকল্পছকসহ আবেদনপত্র সরবরাহ করা হবে। পরবর্তি কার্যক্রম প্রাথমিক পাঠদান অনুমোদনের অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

৭.০ বোর্ড সভার অনুমোদনঃ

প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি প্রদানের পর অনুষ্ঠিতব্য বোর্ড সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। বোর্ড সভার অনুমোদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বোর্ড অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে।

৮.০ আসন সংখ্যা :

প্রতি ট্রেডে ড্রপ-আউটসহ আসন সংখ্যা হবে ৩০ (ত্রিশ)।

৯.০ অ্যাফিলিয়েশন ফি :

প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি প্রাপ্তির শিক্ষাসন হতে প্রতি বৎসর বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে অ্যাফিলিয়েশন ফি/নবায়ন ফি বোর্ডে জমা দিতে হবে।

১০.০ স্বীকৃতির নবায়ন :

চূড়ান্ত স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের উল্লিখিত মেয়াদান্তে স্বীকৃতি নবায়ন করার জন্য বোর্ড নির্ধারিত হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র মোতাবেক আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে সকল আনুষ্ঠানিকতা পূরণের প্রামন্য কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে। সকল শর্ত পূরণ থাকলে স্বীকৃতি নবায়ন

করা হবে। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কোন শর্ত পূরণ না হলে স্বীকৃতি নবায়ন করা হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে স্বীকৃতি নবায়নের জন্য পুনরায় আবেদন করা যাবে।

১১.০ স্থান পরিবর্তন :

প্রতিষ্ঠানের স্থান পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বোর্ডে র্নিধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতির প্রতিস্বাক্ষরসহ আবেদন করতে হবে। বোর্ডের পরিদর্শন ও অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণ হলে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে স্থান পরিবর্তন করা যাবে। এছাড়া সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বোর্ড উপযুক্ত কারণে প্রতিষ্ঠানের স্থান পরিবর্তন করলে তা কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

১২.০ নাম পরিবর্তন :

প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করতে চাইলে বোর্ডের নিকট উপযুক্ত কারণ প্রদর্শনপূর্বক প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতির প্রতিস্বাক্ষরসহ আবেদন করতে হবে। বোর্ড সংগত মনে করলে নাম পরিবর্তনের অনুমতি প্রদান করবে। এক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। এছাড়া সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বোর্ড উপযুক্ত কারণে প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করলে তা কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

১৩.০ পাঠ্যক্রম :

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত/পরিমার্জিত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করতে হবে।

১৪.০ ক্লাশ রুটিন:

শিক্ষাবর্ষ শুরুর পূর্বেই বোর্ড প্রণীত প্রবিধান অনুসারে ক্লাশ রুটিন প্রণয়ন পূর্বক যথাযথভাবে ক্লাশ পরিচালনা করতে হবে। রুটিনের এক কপি বোর্ডের কারিকুলাম শাখায় জমা দিতে হবে।

১৫.০ ব্যবহারিক ক্লাশ:

শিক্ষার্থীকে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যবহারিক ক্লাশ যথাযথভাবে অনুষ্ঠানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

১৬.০ ধারাবাহিক মূল্যায়ন:

বোর্ড প্রণীত প্রবিধান অনুসারে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়ন যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে এবং রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করতে হবে।

১৭.০ অগ্রগতি কার্ড:

বোর্ড হতে সরবরাহকৃত অগ্রগতি কার্ড যথাযথভাবে পূরণ এবং সংরক্ষণ করতে হবে।

১৮.০ কাঁচামাল সরবরাহঃ

ব্যবহারিক ক্লাশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানকে ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বছরের শুরুতে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।

১৯.০ ল্যাব :

নীতিমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যন্ত্রপাতি ল্যাবে সুসজ্জিত করতে হবে, যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং ল্যাবকে সর্বদা Up to Date রাখতে হবে।

২০.০ পরীক্ষানুষ্ঠান :

বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন প্রবিধান ও নম্বর বিন্যাস অনুযায়ী পরীক্ষানুষ্ঠান ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২১.০ শিক্ষা বর্ষপঞ্জি :

শিক্ষাবর্ষ শুরুর পূর্বে শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য বোর্ড হতে সাধারণ শিক্ষা বর্ষপঞ্জি প্রণয়ন করা হবে। বোর্ড প্রণীত সাধারণ শিক্ষা বর্ষপঞ্জি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

২২.০ সহপাঠ্য কার্যক্রম :

বার্ষিক ক্রীড়া, খেলাধূলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠান, স্কাউটিং, বৃক্ষরোপণ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি কার্যক্রমের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২৩.০ শিক্ষক প্রশিক্ষণ :

অ্যাফিলিয়েশনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনে পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২৪.০ ছাত্র/ছাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছদ :

এসএসসি (ভোকেশানাল) শিক্ষাক্রমের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক থাকবে না। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত পোশাকই এ শিক্ষাক্রমের জন্য প্রযোজ্য হবে।

২৫.০ সরকার কর্তৃক জারিকৃত নীতিমালা :

বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময় সময়ে জারি জারিকৃত নির্দেশাবলীও এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২৬.০ পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি বাতিল/প্রত্যাহারঃ

২৬.১ প্রতিষ্ঠানের অ্যাফিলিয়েশন প্রদানকালে আরোপিত ও অনুমোদিত নীতিমালার শর্তসমূহ পূরণে ব্যর্থ হলে এবং সময় সময় বোর্ড/সরকার কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশাবলি পালন করতে ব্যর্থ হলে বোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের

অনুমতি/স্বীকৃতি বাতিল কিংবা প্রত্যাহার করতে পারবে। এ বিষয়ে বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এসআরও নং-৫২-আইন/৯৬) এর বিধান অনুসরণ করা হবে।

২৬.২ প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি প্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান ছাত্রছাত্রী, ফলাফল, অবকাঠামো, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ব্যবস্থাপনা কমিটি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণে ব্যর্থ হলে বোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি বাতিল কিংবা প্রত্যাহার করতে পারবে।

২৬.৩ যে সকল উপজেলায় এসএসসি (ভোকেশানাল) প্রতিষ্ঠান আছে, সংশ্লিষ্ট উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ঐ প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার গুণগত মানের বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করবেন। প্রতিবেদনের আলোকে নিম্ন মানের প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি বাতিল কিংবা প্রত্যাহার করা হবে।

২৬.৪ স্বীকৃত প্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠানে একনাগারে তিন বছর কোন ট্রেডে আসন সংখ্যার (৪০% পরীক্ষার্থী না থাকলে অথবা পাশের হার মোট পরীক্ষার্থীর ২৫% এর নীচে হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেড বাতিল করা যাবে।

২৭.০ সরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ প্রযোজ্য হবে।

২৮.০ ব্যাখ্যা :

এ নীতিমালার কোন ধারা/ধারাসমূহের ব্যাখ্যা প্রদানের অধিকার শুধুমাত্র বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে।

২৯.০ সংরক্ষণ :

কোন কারণ ব্যতিরেকে এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে সংযোজন ও স্বীকৃতি প্রদান করা বা না করার এবং কোন শর্ত শিথিল বা আরোপ করার ক্ষমতা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত।

৩০.০ অঙ্গিকার নামা প্রদান :

ক) প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বানুমতির জন্য আবেদনের সময় উদ্যোক্তাগণকে ১৫০/-(একশত পঞ্চাশ) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের ওপর উল্লিখিত শর্তাবলি পূরণ হয়েছে এবং বোর্ড/সরকার কর্তৃক জারিকৃত বিধানাবলি পালন করা হবে-মর্মে আবেদনের সাথে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে (পরিশিষ্ট-১)।

খ) অ্যাফিলিয়েশন প্রদানের পূর্বে উদ্যোক্তাগণকে ১৫০/-(একশত পঞ্চাশ) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের ওপর নীতমিালা অনুসারে ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ, যন্ত্রপাতি ক্রয়, ল্যাবে সংস্থাপন ও রক্ষাণাবেক্ষণ, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাশ যথাযথভাবে অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণ,

প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে কারিগরি অংশের শিক্ষক-কর্মচারী ও অভিভাবকদের অংশ গ্রহণ এবং সকল ক্ষেত্রে সম অধিকার নিশ্চিতকরণ, ধারাবাহিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ, অগ্রগতি কার্ড যথাযথভাবে পূরণ ও সংরক্ষণ, প্রতিষ্ঠান এমপিভূক্ত না হলেও জনবল কাঠামো অনুসারে স্ব-অর্থায়নে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে (পরিশিষ্ট-২)।

পরিশিষ্ট-১

অঙ্গীকার নামা

এ মর্মে অঙ্গীকার করা যাচেছ যে, এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার স্বীকৃতি/ অ্যাফিলিয়েশন এর আবেদনপত্রে ও সংযোজনীতে প্রদত্ত তথ্যাবলি সত্য। নীতিমালায় বর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করা হয়েছে এবং পরবর্তিতে বোর্ড/সরকার কর্তৃক জারিকৃত আদেশ-নির্দেশ ও বিধানাবলি পালন করা হবে। আবেদনের সাথে সংযোজিত প্রকল্প ছকে প্রদত্ত কর্মপরিকল্পনাও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বানুমতিতে আরোপিত শর্তাবলী পূরণে ব্যর্থ হলে এবং আবেদনে বর্ণিত তথ্যাবলি অসত্য প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রণীত নীতিমালা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমার/আমাদের কোন প্রকার আপত্তি থাকবে না।

সভাপতি ব্যবস্থাপনা কমিটি/সাংগঠনিক কমিটি (সীলসহ স্বাক্ষর)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান (সীলসহ স্বাক্ষর)

পরিশিষ্ট-২

অঙ্গীকার নামা

এ মর্মে অঙ্গীকার করা যাচ্ছে যে, এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি প্রদানকালে বোর্ড কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলি যথাযথভাবে পালন করা হবে। বোর্ডের নীতিমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নিশ্চিতকরণ, যন্ত্রপাতি ক্রয় পূর্বক ল্যাবে সংস্থাপন ও রক্ষাণাবেক্ষণ করা হবে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাশ যথাযথভাবে অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণ করা হবে। সাধারণ বিষয়সমূহের ক্লাশ বিদ্যমান শিক্ষক দ্বারা গ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। ব্যবহারিক ক্লাশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ করা হবে। জনবল কাঠামো অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করা হবে। ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে কারিগরি অংশের শিক্ষক-কর্মচারী ও অভিভাবকদের অংশ গ্রহণ এবং সকল ক্ষেত্রে সম অধিকার নিশ্চিতকরণ করা হবে। কারিগরি শাখাকে প্রতিষ্ঠানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং এ অংশের সকল কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাসহ সার্বিক দায় দায়িত্ব বহন করা হবে। ধারাবাহিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণসহ অগ্রগতি কার্ড যথাযথভাবে পূরণ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হবে। প্রতিষ্ঠান এমপিভূক্ত না হলেও জনবল কাঠামো অনুসারে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করা হবে এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল বেতন-ভাতাদি বহণ করা হবে। নীতিমালায় বর্ণিত সকল শর্তাবলি পূরণ করা হবে এবং পরবর্তিতে বোর্ড/সরকার কর্তৃক জারিকৃত আদেশ-নির্দেশ ও বিধানাবলি পালন করা হবে। কোন শর্তপূরণে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রণীত নীতিমালা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমার/আমাদের কোন প্রকার আপত্তি থাকবে না।

সভাপতি ব্যবস্থাপনা কমিটি/সাংগঠনিক কমিটি (সীলসহ স্বাক্ষর)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান (সীলসহ স্বাক্ষর)

পরিশিষ্ট-৩

এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের ট্রেডসমূহ

ক্র নং	ট্রেডের নাম	ক্র নং	ট্রেডের নাম
১.	এগ্রোবেসড্ ফুড	১৬.	ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড প্রিজার্ভেশন
২.	জেনারেল ইলেকট্রনিক্স	১৭.	জেনারেল মেকানিক্স
৩.	অটোমোটিভ	১৮.	লাইভস্টক রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং
৪.	বিল্ডিং মেইনটেন্যান্স	১৯.	মেশিন টুলস অপারেশন
৫.	উড ওয়ার্কিং	২০.	পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং
৬.	সিরামিক	২১.	পেশেন্ট কেয়ার
৭.	সিভিল কন্সট্রাকশন	২২.	জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
৮.	কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি	২৩.	প্লাম্বিং অ্যান্ড পাইপ ফিটিং
৯.	সিভিল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড	২৪.	রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং
১০.	মেকানিক্যাল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড	২৫.	গ্লাস
১১.	ড্রেস মেকিং	২৬.	ফ্লাওয়ার, ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন
১২.	ডাইং, প্রিন্টিং অ্যান্ড ফিনিশিং	২৭.	উইভিং
১৩.	ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কস	২৮.	ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন
১৪.	ফার্ম মেশিনারি	২৯.	আর্কিটেকচারাল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড
১৫.	ফিস কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং	৩০.	নিটিং
		৩১.	শ্রিম্প কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং